গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবু করোনা মুক্ত

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু কোভিড-১৯ থেকে মুক্ত হয়েছেন মর্মে ছাড়পত্র পেয়েছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ডাক্তার আদিলা আজহার স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র শনিবার দুপুরে হাতে পান আনারুল ইসলাম বাবু।

জানাগেছে, গত ৭/০৮/২০২০ ইং তারিখে গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুর করোনা পরিক্ষায় নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়।

৮ই আগস্ট পজেটিভ ফলাফল আসলে তাকে হোম আইসোলেশনে রাখে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। ১৪ দিন হোম আইসোলেশন শেষে শনিবার তাকে করোনা মুক্ত হয়েছেন মর্মে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। তবে আরো ৭ দিন তাকে হোম আইসোলেশন নিশ্চিত করতে হবে বলে নির্দেশনা দেন ডাক্তার আদিলা আজহার।

সৃস্টি কর্তার অশেষ কৃপা ও রহমত এবং পরিচিত জনদের দোয়াই করোনা থেকে মুক্ত হওয়ায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আনারুল ইসলাম বাবু।

গাংনীর এমপি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা করোনামুক্ত !

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনসহ পরিবারের সকলে করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে । আগের দিন রাতে করোনা আক্রান্ত অবস্থায় ২১ আগস্ট উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে যোগ

দেন। এরপরদিন বিভিন্ন গণমাধ্যমের অনলাইনে সংবাদ প্রকাশ হয়। পরে বিকালে বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে এমপিসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদেও করোনা নেগেঠিভ রিপোর্ট আসে। যা নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে আলোচনা উঠে আসে।

গত ১৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনসহ তাঁর পরিবারের মোট ৬ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হোম আইসোলেশনে ছিলেন।

আক্রান্ত ব্যক্তিরা হলেন- এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন (৫২), সহধর্মিনী লায়লা আঞ্জুমান বানু (৪২), ছেলে সাদিউজ্জামান সাইফ (২০), ছোট ছেলে সামিউজ্জামান সামি (১৮), ফটোগ্রাফার শামীম পারভেজ (২৬), ড্রাইভার রাশেদুল ইসলাম (২৫) ও মেড সার্ভেন্ট জাহিদুল ইসলাম (১৫)।

শনিবার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম এমপিসহ তাঁর পরিবারের সকলেই করোনা নেগেটিভ হয়েছেন বলে তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি আরো বলেন, গত ১৩ আগস্ট এমপিসহ তাঁর পরিবারের মোট ৭ জন সদস্য করোনা পজিটিভ হয়। উপজেলার স্বাস্থ্য বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসন পরিবারটিকে লকডাউনের আওতায় রেখে নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। এমপিসহ তাঁর পরিবারের সকল সদস্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলায় পরিবারের সকলে করোনা মুক্ত হয়েছেন।

বর্তমানে এমপি সহ পরিবারের সকলে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ রয়েছেন বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার নাসির উদ্দিন।

ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কারো বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মান কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের ঘটনায় ঠিকাদার ও সহকারী প্রকৌশলীর

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

উল্টো শনিবার সকালে তড়িঘড়ি করে ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করা হয়েছে। এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তর মেহেরপুরের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী মো: জাহেদুল করিম রহস্যজনক ভুমিকা পালন করছে।

তবে এ ঘটনায় মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করায় প্রধান শিক্ষা প্রকৌশলী বরাবর এলাকাবাসির পক্ষ থেকে ঠিকাদার ও প্রকৌশলী সহ অভিযুক্তদের লিখিত অভিযোগ করা হবে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল বলেন, নির্বাহী প্রকৌশলী স্যারের নির্দেশনা মোতাবেক ছাদ ঢালাই শেষ করা হয়েছে। ঠিকাদার কিংবা দায়িত্বে থাকা উপ সহকারী শিক্ষা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না জানিনা।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা নির্বাহী প্রকৌশলী মো: জাহেদুল করীম বলেন,স্থানীয় ছেলেরা রাতে ছাদে বসে থাকে এ নিয়ে ঠিকাদারের লোকজনের ঝামেলা তৈরি হওয়ায় ক্ষুদ্ধ হয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলো। পরে সহকারী প্রকৌশলীর উপস্থিতিতে কাজ শেষ করা হয়েছে। সভাপতি,প্রধান শিক্ষক,ঠিকাদারের ম্যানেজার নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের কথা স্বীকার করলেও তিনি দোষিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে ঠিকাদার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারী প্রকৌশলীর গাইতে শুরু করেন তিনি।

স্থানীয়দের দাবি অনিয়ম আড়াল করতে ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা নির্বাহী প্রকৌশলী মো: জাহেদুল করীম মিথ্যাচার করছে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী,শিক্ষামন্ত্রী, প্রধান শিক্ষা প্রকৌশলী বরাবর এলাকাবাসির পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে লিখিত অভিযোগ করা হবে।

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় ইউপি সদস্য মো: খবির উদ্দীন জানান,সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর সঠিক ভাবে কাজ করেছে। কিন্তু নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে বৃহস্পতিবার কাজ করেছে। একারনে শিক্ষক ও এলাকাবাসি কাজ বন্ধ করে দেয়।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক

সুব্রুত রায় জানান, বালি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে লোকাল বালি দিয়ে কাজ করতে যাচ্ছিলেন মিস্ত্রিরা। এসময় স্থানীয়রা কাজ বন্ধ করে দেয়। বিষয়টি জানার পর গতকাল শনিবার সকাল থেকে আমি নিজে উপস্থিত থেকে উন্নত মানের বালি দিয়ে কাজ করিয়েছে।

উল্লেখ্য: ২ কোটি ৮৮ লাখ টাকা ব্যায়ে কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যাদেশ পায় কুষ্টিয়ার আনোয়ার আলী নামের এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক কুষ্টিয়া পৌর মেয়র আনোয়ার হোসেনের ছেলে তনু। নিম্নমানের বালি দিয়ে ঢালাই করা হয়েছে এমন সংবাদ পাওয়ার পর নির্মান কাজ বন্ধ করে শিক্ষক সহ এলাকাবাসি।

গাংনী সিমান্তে ১শ’৫২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী সিমান্তের ১শ’৫২ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি।

শনিবার দিবাগত মধ্যেরাতে উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্তের পাশ্চিমপাড়া মাঠ থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ফেন্সিডিল গুলো উদ্ধার করা হয়। এদিকে একের পর সীমান্তে ফেন্সিডিল,গাঁজা ও মদ সহ দুএকজন আটক হলেও বেশিরভাগ অভিযানে মাদক উদ্ধার হয় পরিত্যাক্ত অবস্থায়।

একটি পরিসংখ্যন বলছে বিজিবি অভিযানে ৯০ ভাগই পরিত্যাক্ত অবস্থায় মালামাল উদ্ধার করা হয়। তবে পরিত্যাক্ত এসব মাদকের কোন মালিকানা সনাক্ত করতে পারেনি বিজিবি।

তেঁতুলবাড়িয়া বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার আবুল হোসেন,সীমান্তের ১৩৯/২ এস পিলার এলাকায় টহল দেওয়ার সময় মুখবাধা অবস্থায় একটি বস্তা পাওয়া যায়। বস্তাখুলে ১শ’৫২ বোতল ফেন্সিডিল পাওয়া যায়।

ফেন্সিডিল উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় সাধারন ডায়েরী করা হবে। তিনি আরো বলেন, ধারনা করা হচ্ছে বিজিবি সদস্য’দের উপস্থিত টের

পেয়ে মাদক পাচারকারী বস্তা ফেলে পালিয়ে গেছে। তবে ফেন্সিডিল পাচারকারীদের সনাক্তের চেষ্টা চলছে।

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ বিজিবি’র সিইও লে: কর্নেল ফরহাদ হোসেন জানান,সীমান্তে বিজিবি সদস্যরা মাদক সহ চোরাচালানি রোধে কাজ করছে। সকলের সহযোগিতায় সীমান্ত থেকে মাদক পাচার বন্ধ করা হবে।

করোনা আক্রান্ত হয়েও অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন সাহিদুজ্জামান এমপি

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাংসদ মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান গত ১৩ আগষ্ট সপরিবারে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত লকডাউন স্টিকার ঝুলছে তার বাড়িতে। তিনি লকডাউন ভেঙ্গে গতকাল শুক্রবার ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদ সভা করলেন অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত শুক্রবার রাত ৯টায় গাংনী পৌরশহরের থানা পাড়া সড়কে সংসদ সদস্যর ভাড়া বাসার সামনে ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে স্বশরিরে উপস্থিত থেকে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন।

গত ১৩ আগস্ট সাহিদুজ্জামান এমপি পরিবারসহ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সাহিদুজ্জামান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাংসদ। উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। তাঁর স্ত্রী লাইলা আরজুমান, ছেলে সাদিউজ্জামান সাইফ, সামিউজ্জামান সামি করোনা পজেটিভ। পরিবারের সদস্য ছাড়াও তাঁর ব্যাক্তিগত গাড়িচালক শামীম পারভেজ, পিএস সবুজ আহমেদ, সহকারি রাশেদ রাইহান করোনায় আক্রান্ত হন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল ইসলাম বলেন, সাহিদুজ্জামান এমপি পরিবারসহ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। গাংনী পৌর শহরের বাসায় তিনি স্বপরিপারে হোম আইসোলেশনে

রয়েছে। তিনি ও তারঁ পরিবারের প্রত্যেক সদস্য সুস্থ্য রয়েছেন।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জেলা সিভিল সার্জন নাসির উদ্দিন বলেন, সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান সপরিবারে করোনায় আক্রান্ত রয়েছেন। তার বাসভাবন লকডাউন করা হয়েছে ১৪ দিনের জন্য। দায়িত্বশিল সাংসদ হয়ে তিনি লকডাউন না মানলে কি করার আছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান সপরিবারে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরে তার বাসা লকডাউন করা হয়েছে। লকডাউনের মাত্র ৯দিন অতিক্রম করেছে। দায়িত্বশিল ব্যাক্তিদের অবশ্যই সরকারি নির্দেশনা মানা উচিত।

তবে এ বিষয়ে সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

গাংনীর ধলাক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” “আপনার পুলিশ আপনার পাশে,” “তথ্য দিন সেবা নিন” এই স্লোগান সামনে রেখে গাংনীর ধলা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে ধলা ক্যাম্পে বিট পুলিশিং এর উদ্বোধন করা হয়।

ধলা ক্যাম্পের এস আই আসাদুজ্জামান সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ওসি তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কাথুলী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি গোলজার হোসেন, সেক্রেটারি মোজাম্মেল হোসেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ সদস্য বিশিষ্ট বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করেন। যা ধলা ক্যাম্পের এস আই আসাদুজ্জামান কে প্রধান করে জাহিদ হোসেন এ এস আই, আক্কাস আলী নায়েক, রাজু আহম্মেদ কনস্টেবল, কাওছার আলী কনস্টেবল, শুকুর আলী কনস্টেবল কে কমিটি নিযুক্ত করেন।

এবং গাংনী থানার অফিসার্স ইনচার্জ ওবায়দুর রহমান বিট পুলিশিং কি এবং কেন এই বিট পুলিশিং কমিটি গঠন করা হলো তা বিস্তারিত জানান।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা জানান বিট পুলিশিং এখন জনগনের বাড়ি বাড়ি যেয়ে পুলিশের সেবা নিশ্চিত করবেন। এবং আমরা সকলেই কৃষি পরিবারের সন্তান তাই আমাদের ছোট খাটো সমস্যা নিয়েও এখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে থানায় যেতে হতো এখন থেকে আমাদের যাতেকরে ছোট খাটো এই সমস্যা নিয়ে থানায় যেতে না হয় তার জন্য এই বিট পুলিশিং এর ব্যাবস্থা করেছেন।

এ বিষয়ে ধলা ক্যাম্পের এস আই জানান আমরা আপনাদের পাশে সবসময় তবে আপনাদেরও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং বিট পুলিশিং সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে হবে।

গাংনীর তেরাইলে রাস্তার বেহাল দশা, পরিষ্কার করল তরুণরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল কুঠিপাড়ার তরুণ সমাজের উদ্যোগে ২ কিলোমিটার রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে। যাতায়াতের রাস্তার অচল অবস্থা দেখে নিজেদের যাতায়াতের রাস্তার কাদা নিজেরাই পরিষ্কার করেছে।

এ বিষয়ে রাকিবুল ইসলাম রকি জানান, তেরাইল কুঠিপাড়ার রাস্তা দিয়ে ১০০০ একর জমির ফসল উত্তোলন করা হয়। এর ফলে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়। বড় বড় গর্তের ফলে ভ্যান, অটোরিকশা সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করতে পারে না।

হাসিবুল ইসলাম বলেন, তেরাইল কুঠিপাড়া এক হাজার মানুষের যাতায়াত

এই রাস্তা দিয়ে।

তেরাইল কুঠিপাড়ার রাজ্জাক হোসেন বলেন, ১০ বছর আগে এই হেয়ারিং রাস্তা হয়েছিল পরবর্তীতে আর রাস্তা মেরামত করা হয় নি। এই রাস্তা দিয়ে ফসল তুলতে আমাদের অনেক ভোগান্তি হয়। আমরা খুবই কষ্টের মধ্যে যাতায়াত করছি। তাই আমাদের আকুল আবেন মাননীয় এমপি ও চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে যেন দ্রুত আমাদের রাস্তাটা মেরামত করেন এবং এই কঠিন জনদুর্ভোগ থেকে মুক্তি দিবেন।

তেরাইল কুঠিপাড়ার সেচ্ছাসেবক হামিদুল ইসলাম বলেন, আমাদের পাড়ায় ১ হাজার মানুষের বসবাস রাস্তাটা অনেকদিন ধরে চলাললের অনউপযোগী। রাস্তায় চলতে আমাদের খুব কষ্ট হয়। আমরা চায় দ্রুত রাস্তায় সংষ্কার করা দরকার।

উল্লেখ্য যে, গত ১ মাসে ৯ জন সড়ক দুর্ঘটনায় স্বীকার হয়েছে এই রাস্তায়।

গাংনীতে আলোচিত ১৫ লাখ টাকার সুরাহা হয়নি সালিশেও

নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুর ইসলামের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের সালিস শুরু হয়েছে ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় থানা চত্তরে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক ও গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান সহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এ বিচার কাজ (সালিস) শুরু হয়।

এসময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম,গাংনী থানার সেকেন্ড অফিসার আহসান হাবিব,এস আই আব্দুল হান্নান,সাবেক এমপি মো: মকবুল হোসেনের একান্ত সহকারী সাহিদুজ্জামান শিপু,পৌর কাউন্সিলর মিজানুর রহমান,সাহিদুল ইসলাম,এনামুল হক,শ্রমিক নেতা মনিরুজ্জামান মনি,অভিযোগকারী মৌমিতা খাতুন পলি,তার মা বাবা সহ বিভিন্ন

শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে মৌমিতা খাতুন পলি তার অভিযোগ উপস্থাপনকালে বলেন, গাংনী পৌরসভায় সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগের জন্য পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের সাথে ১৫ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। জামি-জমা বন্ধক রেখে ও ধারদেনা করে চুক্তি মোতাবেক গত ২০১৮ সালের ২৪ জানুয়ারী ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখায় মেয়র আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী জেলা পরিষদ সদস্য সাহানা ইসলাম শান্তনার ৬৪৫৪ নম্বর (হিসাবে) একাউন্টে ৫ লাখ ৭০ হাজার,২৫ জানুয়ারী ৫০ হাজার, ৫ ফেব্রুয়ারী ১ লাখ ৯০ হাজার জমা ও বাকী টাকা নগদ দেয়া হয়।

২০১৮ সালের ১৯ মে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও আমাকে নিয়োগ না দিয়ে অন্য একজনকে সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগ দেন। টাকা ফেরত চেয়ে বারবার তাগাদা দিলেও কোন কর্নপাত না করে মারধর ও হুমকি দেয়।

পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, মৌমিতা খাতুন পলির স্বামী মোমিন স্বাক্ষর করে ৭ লাখ ও বিভিন্ন সময়ে বাকী টাকা মৌমিতা খাতুন পলি নিয়েছে। তারা কোন টাকা পাবেনা। এসময় উভয় পক্ষের বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়। পরে গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমানের হস্তক্ষেপে পরিবেশ শান্ত হয়।

মৌমিতা খাতুন পলির স্বামী টাকা নিয়েছে কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক ও গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান মোমিনের মোবাইল ফোনে জানান তিনি কোন টাকা ফেরত নেননি।

পৌর কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বলেন, মৌমিতা খাতুন পলি চাকুরীর জন্য ৮ লাখ টাকা দিয়েছে এটা পৌর পরিষদের সকলেই জানে। বাকী ২ লাখ টাকা না দেওয়ার কারনে চাকুরী হয়নি।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন,মেয়র একবার বলছে জমির জন্য টাকা নিয়েছি। আরেকবার বলছে চাকরীর বিষয়ে কোন লেনদেন হয়নি। নিদৃষ্ট করে বলতে হবে কি কারনে টাকা নেয়া হয়েছে। কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলামের কথায় প্রমান হয় চাকুরীর জন্য টাকা নেয়া হয়েছে।

সালিস বৈঠক চলার শেষ মুহুর্তে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, মৌমিতা খাতুন পলির স্বামী মোমিন যদি স্বাক্ষর করে টাকা নিয়ে থাকে বা স্বাক্ষরে মিল থাকে তাহলে অভিযোগকারী মৌমিতা

খাতুন পলিকে টাকা দেয়া হবেনা। আর যদি স্বাক্ষর জাল হয় কিংবা স্বাক্ষর না মেলে তাহলে মেয়র আশরাফুল ইসলাম অভিযোগকারী মৌমিতা খাতুন পলিকে ১৫ লাখ টাকাই দিরেত হবে। এই কথার প্রতি সকলেই সমর্থন জানান।

এ কথার প্রেক্ষিতে মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন,আমি তো ৫০ প্রকার স্বাক্ষর করতে পারি। তাই মোমিনের স্বাক্ষর না মিলতেই পারে। সে টাকা নেওয়ার সময় ভুল স্বাক্ষর করতে পারে।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন প্রয়োজনে মোমিনের স্বাক্ষর পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হবে। সবশেষে মোমিন ছুটিতে বাড়িতে আসলে তারপর সালিস বৈঠক আবার বসবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

উল্লেখ্য: বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুর ইসলামের বিরুদ্ধে চাকরীর প্রলোভন দেখিয়ে ১৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে শহীদ মিনারে আমরন অনশন শুরু করে শিশিরপাড়া গ্রামের মৌমিতা খাতুন পলি। পরে গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান ও কাউন্সিলর মিজানুর রহমান সহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শুক্রবার সন্ধ্যায় বিষয়টি বসে সুরহা করার আশ্বাস দিলে রাত ১০ টায় অনশন ভেঙ্গে বাড়ি যান।

মেহেরপুরে মানবেতর জীবন কাটছে শিক্ষক-কর্মচারীদের

বন্ধ স্কুল, কবে খুলবে জানা নেই। শিক্ষার্থী নেই, তাই বেতনও নেই শিক্ষকদের। করোনা দুর্যোগের কারণে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কিন্ডারগার্টেন স্কুল বন্ধ থাকায় চরম বিপাকে পড়েছেন মেহেরপুর জেলার ৮ শতাধিক শিক্ষক কর্মচারী। এসব শিক্ষক কর্মচারীদের পরিবারে চলছে নীরব দুর্ভিক্ষ।

শিক্ষার্থীদের বেতনের টাকায় চলা এসব শিক্ষকদের সহায়তায় কেউ এগিয়ে না আসায় পরিবার পরিজন নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন তারা। ফলে তাদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। সরকারী সহায়তা বলতে পেয়েছেন এ

পর্যন্ত ১০ কেজি চাল।

মেহেরপুর জেলা কিন্ডারগার্টেন স্কুল সমিতির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম জানান, জেলায় সমিতি ভুক্ত ৬০ স্কুল রয়েছে এছাড়া সমিতির বাইরেও বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্টান রয়েছে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের বেতনের টাকায় পরিচালিত হয়। সেই টাকায় শিক্ষক কর্মচারীরা বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। সামান্য বেতন ভাতা দিয়ে চলতো শিক্ষকদের জীবন যাপন।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের বেতন বন্ধ রয়েছে। ফলে কোনোদিক দিয়েও তারা উপার্জন করতে পারছে না। চক্ষু লজ্জার ভয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিতেও পারছেন না। পারছেন না মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে। সব মিলিয়ে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে গাংনীর কয়েকজন শিক্ষক বলেন, কেজি স্কুলের শিক্ষকতা আর প্রাইভেট পড়িয়ে কোনোরকম পরিবার নিয়ে চলতাম। করোনার কারনে স্কুল বন্ধ বেতন ভাতা ও প্রাইভেট পড়ানোও বন্ধ একারনে পরিবার পরিজন নিয়ে চরম বিপাকে রয়েছি। পেটে ভাত না থাকলেও সম্মানের ভয়ে কোথা থেকে ত্রাণ নিতেও পারেন না। অনাহারে অর্ধহারে চলছে শিক্ষক কর্মচারীদের জীবন। ধারদেনায় জর্জরিত তাই সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রণোদনার ব্যবস্থার দাবি জানান তারা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সভাপতি বলেন,ঘরভাড়ার জন্য বাড়ির মালিকরা চাপ দিচ্ছে। চেয়ার টবিল বেঞ্চে উইপোকা ধরেছে। আর অভাব অনটন গ্রাস করছে গোটা শিক্ষক কর্মচারীদের পরিবার গুলোকে। আবার কবে যে বিদ্যালয় গুলো শিক্ষার্থীদের পাদভারে মুখর হবে সেই অপেক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীরা।

গাংনীতে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে স্কুল ভবন নির্মাণের অভিযোগ

নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করার অভিযোগে মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মান কাজ বন্ধ করে দিয়েছে এলাকাবাসি।

বৃহস্পতিবার দুপুর ৩ টার পর থেকে নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয় তারা। এ ঘটনায় নিরব থাকায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে তারা। এদিকে শুক্রবার সকালে আবারো নির্মাান কাজ শুরু করার চেষ্টা করলে বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে এলাকাবাসি।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল বলেন,২ কোটি ৮৮ লাখ টাকা ব্যায়ে কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যাদেশ পায় কুষ্টিয়ার আনোয়ার আলী নামের এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক কুষ্টিয়া পৌর মেয়র আনোয়ার হোসেনের ছেলে তনু। নিম্নমানের বালি দিয়ে ঢালাই করা হয়েছে এমন সংবাদ পাওয়ার পর নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করার কারনে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়টি এড়িয়ে যান।

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবা খাতুন দিপালি জানান,নিম্ন মানের বালি ও খোয়া ব্যবহার করার কারনে শিক্ষকদের উপস্থিতিতে এলাকাবাসি নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকে জানানো হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন পরে জানানো হবে। কাজ দেখভাল করার জন্য কয়েকজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মো: মজিরুল ইসলাম বলেন,নিম্ন মানের বালি ও খোয়া ব্যবহার করে কঠিন ভুল করেছে। বিষয়টি নিয়ে ম্যানিজিং কমিটি শিক্ষক ও স্থানীয়দের সাথে বসে আলোচনা করার পর পরবর্তী করনীয় ঠিক করা হবে।

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় ইউপি সদস্য মো: খবির উদ্দীন জানান,ঢালাইকাজ করার সময় কয়েক শিক্ষক সহ স্থানীয় লোকজন উপস্থিত ছিলেন। কিছু সময়ের জন্য শিক্ষকরা সরে গেলে নিম্ন মানের বালি ও খোয়া ব্যবহার শুরু করে। এ ঘটনায় বিক্ষুদ্ধ হয়ে এলাকবাসি কাজ বন্ধ করে দেয়। এসময় দায়িত্ব প্রাপ্ত উপ সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল আলিম উপস্থিত ছিলেন না।

স্থানীয়দের দাবি, নির্মান কাজ দেখভালের দায়িত্বে থাকা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ঠিকাদারের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে ঢালাই চলাকালিন সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। একারনে নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিবাদ করলেই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লোকজন চাঁদা দাবি করা হয়েছে বলে পুলিশ দিয়ে হয়রানি করবে এই ভয়ে সকলেই মুখ বুঝে অনিয়ম সহ্য করে। ঠিকাদাররা যখন অনিয়ম করে সেই অনিয়নের প্রতিবাদ করলেই চাঁদা দাবির মিথ্যা অভিযোগ করা হয়। এটা ঠিকাদারদের স্বভাবে পরিনত হয়েছে।

কাজ তদারকির দায়িত্বে থাকা উপ-সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল আলিমের মোবাইল বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী আব্দুল গনী জানান, বাইরে থেকে খারাপ খোয়া এনেছে। এছাড়া মোটা বালি রেখে নিম্নমানের বালি দিয়ে ঢালাই করেছে। এজন্য গ্রামের লোকজন ও শিক্ষকরা কাজ বন্ধ করে দেয়।

ঠিকাদার তনু করোনা আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় চিকিৎসাধীন থাকায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। তবে নির্মান কাজ দেখভালের দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার স্বরন জানান,শ্রমিকরা ভুল করে কিছু বালি ঢালাইয়ে ব্যবহার করেছে এটা ঠিক কিন্তু নির্মান কাজ শতভাগ ভালো হচ্ছে। নিম্নমানের বালি শ্রমিক না ঠিকাদার এনেছে জানতে চাইলে তিনি বলেন ঠিকাদার এনেছে।

নিম্নমানের বালি কেন এনেছে জানতে চাইলে বলে এগুলো দিয়ে পলেস্তারা করা হবে। মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা নির্বাহী প্রকৌশলী মো: জাহেদুল করীমের সরকারী ও তার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. রাহেদ